ত্রিপুরার উচ্চ আদালত
আগরতলা
ফৌজদারী আপীল (জেল) নং ৪২/২০২০

শ্রী জগৎ গৌর
পিতা :ফাগু গৌর, যমুনা বস্তি, চম্পাহাওরের বাসিন্দা,
থানা: চম্পাহাউর, জেলা- খোয়াই, ত্রিপুরা
-----বাদী

বনাম

ত্রিপুরা রাজ্য
------ বিবাদী

বাদী (দের) জন্য: শ্রী এ. আচার্জি, লিগ্যাল এইডের আইনজীবী
বিবাদী (দের) জন্য: শ্রী এস. দেবনাথ, অতিরিক্ত পিপি
শুনানির তারিখ এবং রায় এবং আদেশ দানের তারিখ : ১৯.০৩.২০২১

প্রতিবেদনের জন্য উপযুক্ত কিনা: **হ্যাঁ/ না**

মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ

রায়

মিঃ এ. আচার্জি, লিগ্যাল এইডের দক্ষ আইনজীবী বাদীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং তার বক্তব্য শুনা হয়েছে এবং সেইসাথে মিঃ এস. দেবনাথ অতিরিক্ত সরকারী দক্ষ আইনজীবী বিবাদী পক্ষও রাজ্যের হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

২. আসামি - আপীলকারী, ১০.০১.২০২০ তারিখে মাননীয় দায়রা জজ, খোয়াই, ত্রিপুরা, মামলা নং- এস.টি. (টাইপ-১)২২ এর ২০১৯ এ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, রায় এবং সাজার আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আপীল করা বেছে নিয়েছেন যেখানে আপীলকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ভাগ -২) ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে ৮(আট) বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং পূর্ব নির্ধারিত শর্তাবলী না মানলে তাকে জরিমানা বাবদ ২০০০/- টাকা দিতে হবে।

৩. সংক্ষেপে বিষয়টি হল, মোতাফার স্ত্রী চিন্তা মনি গৌর চম্পাহাউর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে অন্যান্য বিষয়ের সাথে লিখিত অভিযোগ জানান যে , ২৯.০১.২০১৯ তারিখে যখন সে তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করছিল, তখন উনি তার স্বামীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তার স্বামী ঝগড়া করতে থাকায়, সে তার মাথায় অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই দিয়ে আঘাত করেছিল। কবিরাজ গৌর এতে গুরুতর আহত হন এবং তাকে খোয়াই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ৩১.০১.২০১৯ তারিখে কবিরাজ গৌর এই আঘাতজনিত কারণে মারা যান।

৪. সেই অনুযায়ী এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনার তদন্ত করা হয়। সংগৃহিত সাক্ষ্যপ্রমাণে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযুক্ত জগৎ গৌর এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অপরাধটি সংগঠিত হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল।

বিচার চলাকালীন, প্রসিকিউশন, ১৭ জন সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার অন্তিম পর্যায়ে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৩ (১) (বি)ধারায় পরীক্ষা করা হয়েছিল। তখন সে বাদীপক্ষের সাক্ষ্যের সব দোষারোপকে অস্বীকার করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমান দিতে অস্বীকার করেছিল।

৫. পক্ষাপক্ষের আইনজীবীদের শুনানির শেষে, মাননীয় দায়রা জজ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং পূর্বে বর্ণনা মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (ভাগ -২) ধারায় শাস্তি প্রদান করেন। তাই, আপীলকারী এই আপীল বাছাই করেছেন।

৬. বিজ্ঞ আইনজীবী মি. আচার্জি তার যুক্তির গোড়াতেই এই বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে PW – ১২, মোতাফার স্ত্রী শ্রীমতি চিন্তামনি গৌরের সাক্ষ্যই হল (অভিযুক্তকে) দোষী সাব্যস্তের ভিত্তি।

৭. এই দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি PW -১২ এর সাক্ষ্য পরীক্ষা করেছি যিনি জবানবন্দি দিয়েছেন যে প্রায় এক বছর আগে একদিন সকালে জগৎ গৌর নামে একজনের বাড়িতে তার স্বামীর সাথে তার ঝগড়া হয়েছিল। এই সময় তার স্বামী হাতে লাঠি নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। জগৎ গৌর তাকে তার স্বামীর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার স্বামী উত্তেজিত থাকায়, এ ঘটনায় জগৎ গৌর হঠাৎ তার স্বামীর কপালে অ্যালুমিনিয়ামের প্যান (কড়াই) দিয়ে আঘাত করে। এই ঘটনার পর প্রথমে তার স্বামীকে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়।

৮. এর পরে, আমি PW-১৬ হিসেবে যিনি যোগ দিয়েছেন সেই ডক্টর জন দেববর্মার সাক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখেছি। তার সাক্ষ্যপ্রমাণে তিনি সাক্ষ্য দেন যে নিহতের কপালে যে আঘাত করা হয়েছিল তাতেই অভিযোগকারিণীর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম প্যানটি (কড়াই) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এটি প্রমাণ (Exbt-১)হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

৯. PW-১২ এর দেয়া সাক্ষ্য পর্যালোচনা করার পর, আমার মতে মৃত ব্যক্তি যে আঘাত পেয়েছিল তা ডাক্তারের(PW-১৬) বিবৃতি দ্বারা সমর্থিত। অপরাধের অস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । PW-১২ (মৃত ব্যক্তির) স্ত্রী যে কিনা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। যদিও ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল কিন্তু অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট শাস্তির আদেশকে পরিবর্তন করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (বিভাগ – ২) ধারায় শাস্তি প্রদান করে এবং অভিযুক্ত আপীলকারীকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

১০. আমি শাস্তির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছি। অভিযুক্ত-আবেদনকারীর উদ্দেশ্যে ছিল শ্রীমতী চিন্তামণি গৌর, নির্যাতিতর স্ত্রী কে তার স্বামীর আক্রমণ থেকে বাঁচানো । PW-১২ এর স্বামীকে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তার।

১১. আমার মতে, ঘটনার বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, কারাদণ্ডের সময়কাল আরও কমানো উচিত । সেই অনুযায়ী আমি সাজা কমিয়ে দিই এবং ঘোষণা করি যে অভিযুক্ত -আপীলকারী ৮ (আট) বছরের পরিবর্তে ৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবেন যা আমার মতে ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হবে । এতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ৩ (তিন) বছরের কারাবাসের মেয়াদের মধ্যে, আপীলকারী যা ইতিমধ্যেই ভোগ করে ফেলেছেন তা মোট সাজার মেয়াদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। রায়ের তারিখ থেকে আপিলকারী কারাগারে রয়েছেন। সেই হিসেবে, তাকে বাকি সাজার মেয়াদকাল কাটাতে হবে।

১২. তদনুসারে, উপরের শর্তাবলী মেনে আপীলটি আংশিকভাবে অনুমোদিত হলো। মাননীয় বিচারাধীন আদালতের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখে জরিমানার পরিমানের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

এলসিআরগুলি পাঠান। **বিচারক**

<u>দায়বর্জন (Disclaimer)</u>

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।